(Hard Copy)
E-ISSN : 2456-1045

ARJMD

- International Journal
- Most Cited Journal
- Peer Review Journal
- Indexed Journal
- Open Access Journal
- University Recognized Journal

RESEARCH JOURNAL

VOLUME - 55 | ISSUE - 1

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

NOVEMBER 2020

INTERNATIONAL JOURNAL FOUNDATION
Specialized in academic publishings only
www.journalresearchijf.com

শান্তিপুরের সংস্কৃতি চর্চার কয়েকটি ধারা

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

ISSN : 2456-1045 (Online)
ICV Impact Value: 72.30
GIF- Impact Factor: 5.188
IPI Impact Factor: 3.54
Publishing Copyright @ International Journal Foundation
Article Code: HIS-V55-I1-C2-NOV-2020
Category : HISTORY
Volume : 55.0 (NOVEMBER-2020 EDITION)
Issue: 1(One)
Chapter : 2 (Two)
Page : 07-11
Journal URL: www.journalresearchijf.com
Paper Received: 07.10.2020
Paper Accepted: 21.10.2020
Date of Publication: 10-02-2021
Doi No.:10.5281/zenodo.4682728

NAME OF THE AUTHOR'S

সোমা দেবনাথ

ABSTRACT

নদীয়া জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হল শান্তিপুর। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দিক থেকেই নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও শান্তিপুর জগৎবিখ্যাত। শান্তিপুরের তাঁত শিল্প আজ সমগ্র বিশ্ব আলোকিত করে আছে। তবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয় সাংস্কৃতিক দিক থেকেও শান্তিপুর শহরটি আজ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে স্থান করে নিয়েছে। শান্তিপুরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিবর্তনে সাহিত্য ,সঙ্গীত চর্চা ,নাট্যচর্চা লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

KEYWORDS: শান্তিপুর শহর, দিনবন্ধু বিশ্বাস, গোরাগাঙনি সাহিত্য পরিষদ, বাংলা ব্যান্ড অর্থহীন।

CITATION OF THE ARTICLE

সোমা দেবনাথ. (2020) শান্তিপুরের সংস্কৃতি চর্চার কয়েকটি ধারা ; *Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries;* 55(2) pp. 07-11

** Corresponding Author*

শান্তিপুর হলো নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ।এই শান্তিপুর সম্পর্কে জানতে গেলে প্রথমে শান্তিপুরের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।এই জনপদ ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার অন্তর্গত।প্রথমেই বলা প্রয়োজন নদীয়া জেলার মোট চারটি মহকুমা কৃষ্ণনগর সদর ,রানাঘাট ,কল্যাণী ,তেহটটো। আবারো নদীয়া জেলার মোট ব্লক সংখ্যা ১৭ টি ।রানাঘাট মহাকুমার অধীনে মোট চারটি ব্লগ রানাঘাট-১ রানাঘাট - ২,শান্তিপুর ও হাঁসখালি ব্লক। এই চারটিব্লকের অন্যতম হলো শান্তিপুর।

শান্তিপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে শান্ত নামক জনৈক মুনির বাসস্থান ছিল বলে এই স্থানের নাম শান্তপুর বা শান্তিপুর হয়েছে ।আবার কেউ কেউ বলেন যে শান্তিপুর গঙ্গা তীরে অবস্থিত বলে অনেকে তাদের মৃতকলপ পিতা-মাতাকে গঙ্গা তীরস্থ করবার জন্য এখানে নিয়ে আসতেন । যারা দৈবাৎ রোগ মুক্ত হতেন তারা আর সংসারে ফিরে না গিয়ে এই স্থানেই শান্তিতে জীবন যাপন করতেন এইরূপ শান্তিপ্রিয় লোকদের নিয়ে এই গ্রাম গঠিত বলে এর নাম হয় শান্তিপুর।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই শান্তিপুর নানান জাতি ও ধর্মের লোক অধ্যুষিত এবং বহু প্রাচীন দেবালয়ও দেববিগ্রহ এই জনপদকে সমৃদ্ধ করে আসছে।শুধুমাত্র ধর্মীয় দিকেই নয় সাংস্কৃতিক চর্চায়ও শান্তিপুর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।সাহিত্যচর্চার জগতে শান্তিপুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম। বিভিন্ন সময়ে শান্তিপুরের কবি, সাহিত্যিক ,নাট্যকাররা শান্তিপুর কে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রেখেছেন। শান্তিপুরের সংস্কৃতির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে শান্তিপুরের সাহিত্যচর্চা। শান্তিপুরের সাহিত্যচর্চাকে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত শান্তিপুরের মানুষের দ্বারা সাহিত্য চর্চা এবং বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকদের কলামে শান্তিপুর প্রসঙ্গ।

প্রথমেই আসা যাক শান্তিপুরের কবি, সাহিত্যিকদের দ্বারা সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গে। শান্তিপুর এ জন্মগ্রহণ করেছেন মোজাম্মেল হক ,আচার্য নলিনী মোহন সান্যাল, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।সাম্প্রতিককালে রয়েছে কবি ফল্গু বসু এবং কৃত্তিবাস পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি স্বপন রায় এছাড়াও শান্তিপুরে রয়েছে অসংখ্য কবি, ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক। শান্তিপুরের একজন নবীন উপন্যাসিক হলেন দীনবন্ধু বিশ্বাস। তার লেখা উপন্যাস 'পাঠককে খোলা চিঠি'।

কৃত্তিবাস পুরস্কারপ্রাপ্ত শান্তিপুরের গর্ব কবি স্বপন রায় । স্বপন রায় শান্তিপুরের সাম্প্রতিক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তার লেখা মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১৩টি। প্রচারবিমুখ কবি বর্তমানে অসুস্থ হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সাহিত্য চর্চা করার জন্য তিনি ব্যাংকে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ।তার আক্ষেপ এখনও প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলিকে দুই মলাটেরমধ্যে নিয়ে এসে বই আকারে প্রকাশিত করতে পারেননি, জানালেন কলকাতা প্রকাশকদের সাথে কথা চলছে ।শান্তিপুর দরদী এই মানুষটির অসংখ্য লেখা শান্তিপুর ও শান্তিপুরের বাইরে থেকে প্রকাশিত অসংখ্য পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ,যা শান্তিপুর তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্য চর্চা কে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে রাখবে।

এ কথা মনে রাখা দরকার শান্তিপুরের সাহিত্যচর্চার পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু প্রস্তুত ।কারণ শান্তিপুরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কিন্তু নিজেদের লেখার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে লিটিল ম্যাগাজিনকে।কখনো দেখা যায় তারা নিজেদের উদ্যোগেই তৈরি করে ফেলেছে এই ধরনের নানান লিটিল ম্যাগাজিন। তার মধ্যে অন্যতম হলো শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত জোনাকি যেখানে লিখেছেন একদিকে যেমন শান্তিপুরের নতুন প্রজন্মের লেখকরা ,সাথে তাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে লিখেছেন ,শান্তিপুরের সাহিত্যচর্চার সাথে যুক্ত অভিজ্ঞ বিভিন্ন লেখকরা। এভাবেই মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে শান্তিপুরের সাহিত্যচর্চার দুই প্রজন্মের লেখকরা।

শান্তিপুর কে সাহিত্য চর্চার পীঠস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে যারা সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো 'গোরাগাঙনি সাহিত্য পরিষদ 'এই সংস্থাটির মাধ্যমেই শান্তিপুরের সাহিত্যচর্চা একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে ।এই সংস্থাটি সাহিত্য সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাসের মুখপাত্র 'গোরাগাঙনি 'ইতিমধ্যে লিটল ম্যাগাজিনের জগতের উজ্জ্বল হয়ে উঠছে । এই গোরাগাঙনি নামকপত্রিকাটির সম্পাদক হলেন শান্তিপুরের নবীন সাহিত্যিক দীনবন্ধু বিশ্বাস। শান্তিপুর ও নদিয়া সংক্রান্ত আঞ্চলিক ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার জন্য গোরাগাঙনি সাহিত্য পরিষদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা করা প্রয়োজন শান্তিপুর সম্পর্কে বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকরা কীভাবে মত প্রকাশ করেছেন সেই প্রসঙ্গে।এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন শান্তিপুরের উদীয়মান কবি সিদ্ধার্থ বিশ্বাস।এছাড়াও শান্তিপুর পৌরসভা কর্তৃক প্রকাশিত 'আমাদের শান্তিপুর'নামক গ্রন্থটি বরণী অতিথি শীর্ষক অধ্যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৌকাযোগে শান্তিপুর অতিক্রম করার সময় শান্তিপুরের শোভা সম্পর্কে মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন ।শান্তিপুর বড়বাজার অঞ্চলে রবীন্দ্র ঘাট নামক গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে লেখা আছে, ' শান্তিপুরের কাছে গঙ্গার যে শোভা তা আর কোথাও নেই'।এইভাবে শান্তিপুরের সাহিত্যচর্চা এই জনপদ থেকে বাংলা তথা ভারতের মধ্যে স্বতন্ত্রতা প্রদানে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

সঙ্গীত চর্চা: শান্তিপুরের সংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম হলো সেখানকার সঙ্গীত চর্চা। প্রাচীনকাল থেকেই শান্তিপুরের সঙ্গীতচর্চার রেওয়াজ ছিল। বাংলার আদি কবি কৃত্তিবাস সারাদেশে রামায়ণ গান গেয়ে বিখ্যাত হন। তারপরে তিনি বাংলায় রামায়ণ লেখেন।এছাড়াও প্রায় পাঁচশ বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেব কীর্তন গানে হরিনামের ঝড় তোলেন। শান্তিপুর নামক জনপদটিতেও এই কীর্তন গানের নিজস্ব ঘরানা আছে।

শান্তিপুরের সব জমিদারবাড়িতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসতো। শান্তিপুরে বেশকিছু উচ্চাঙ্গসংগীতের গুণী শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়।শান্তিপুরের এইরকম গুণী শিল্পী ছিলেন রাম রায় ও শ্যাম রায় নামে দুইভাই , যারা একসঙ্গে ১৪হাত লম্বা পাখোয়াজের দু পাশে বসে একটাই তাল বাজাতেন।শান্তিপুরের বিখ্যাত বেহালাবাদক ছিলেন ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়।।শান্তিপুর পৌরসভার গৃহে এই গুণী শিল্পীর সচিত্র জীবনপঞ্জি সংরক্ষণ করা রয়েছে।

এ যুগেও শান্তিপুরে একাধিক সংগীতচর্চার বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। তৈরি হয়েছে ধ্রুপদী সঙ্গীত চর্চা কেন্দ্র। রবীন্দ্র সংগীত চর্চা কেন্দ্র পাশাপাশি তৈরি হয়েছে বাংলা ব্যান্ড রয়েছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত চর্চা কেন্দ্র। শান্তিপুরের এইরকম একটি সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র হল তৈলঙ্গ মিউজিক কলেজ। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শ্রী রবীন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীমতি রেবা দত্ত স্থাপিত এই সংগীতচর্চার কেন্দ্রটির শান্তিপুরের সংগীত সাধনার একটি অন্যতম পীঠস্থান।অগণিত ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত চর্চা করে শান্তিপুরের সংগীত মুখর পরিবেশকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে রেখেছেন।প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি, এলাহাবাদ দ্বারা অনুমোদিত এই সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্রটিতে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন' এই সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্রটির সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে বিভিন্ন মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান শান্তিপুরের সাংস্কৃতিক পরিবেশকে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রভাবিত করে আসছে'।

শান্তিপুরে প্রথম ব্যান্ডতৈরি হয় ২০০২সালে।জীবনমুখী গান কে কেন্দ্র করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ব্যান্ডের গানের জোয়ার আসে, শান্তিপুর সেখানে একইভাবে শামিল হয় একথা সত্যি যে শান্তিপুরের যুবসমাজ বিশেষভাবে এই ব্যান্ড সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিলো। দেখা গেল শান্তিপুরের কিশোর কবিরা কবিতা লেখার পাশাপাশি যুগের দাবি মেনে নিয়ে গিটার হাতে তুলে দিয়েছিল সে অবশ্যই ছিল নিজেদের কবিতাগুলোকে সুর দিয়ে গান বাঁধার চেষ্টা। এই ব্যান্ড সংস্কৃতি তাদের জীবনযাপনেও পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। এরপর সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে ছিল শান্তিপুরের তরুণ প্রজন্ম।অনেকে আবার এই সংস্কৃতির ভুল ব্যাখ্যা করে নিজেদের জীবনকে উশৃংখল করে তুলেছিল।শান্তিপুরে তৈরি হওয়া সেই সময়কার প্রথম বাংলা ব্যান্ড 'অর্থহীন' যারা সেসময় শান্তিপুরের সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা দান করেছিল।

যদিও আনন্দের বিষয় এই যে' অর্থহীন' সেই পথ চলা অর্থহীন হয়ে পড়ে নি। সেই দলের বেশির ভাগ সদস্যই আজ সঙ্গীত জগতের প্রতিষ্ঠিত। সেই দলের বেশির ভাগ সদস্যই আজ সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠিত। শান্তিপুরের অগণিত ছাত্রদের তিনি গিটার শিখিয়ে চলেছেন।পাশাপাশি কলকাতায় গিটার শিক্ষক হিসেবে একটি সংগীত বিদ্যালয় সাথে যুক্ত আছেন ।পাশাপাশি তিনি সংগীত নিয়ে বিভিন্ন কর্মশালা সেমিনার প্রভৃতি যোগদান করছেন ।বর্তমানে তন্ময় দাস সহযোগীদের নিয়ে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন যার মাধ্যমে তিনি তার সঙ্গীত চর্চা কে সমগ্র পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দিতে তৎপর হয়েছেন।তবে অর্থহীনের এই সমস্ত সদস্যের মতো সকলের সংগীতচর্চার

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

ভবিষ্যৎ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।শান্তিপুরের বাংলা ব্যান্ড গুলির অনেক সদস্যই জীবনধারণের তাগিদে অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছেন আবার কোন কোন ব্যান্ডের সদস্য নিজেদের সঙ্গীত চর্চা কে টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন অর্কেস্ট্রা তে কাজ করতে শুরু করেছেন।এইভাবে শান্তিপুরের ব্যান্ড সংস্কৃতিশান্তিপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই।

শান্তিপুরের সংগীতচর্চার একটি আঙ্গিক হলো ক্লাব ব্যান্ড।বিভিন্ন ক্লাব তাদের সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে তৈরি করা ক্লাবের ব্যান্ড এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।সাধারণত দেখা যায় কিশোর-কিশোরীরা এই ধরনের ক্লাব ব্যান্ড এর প্রধান সদস্য। এই ধরনের সঙ্ঘবদ্ধ একটি প্রয়াসের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এক ধরনের শৃঙ্খলা বোধ তৈরি হচ্ছে যা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের পাথেয়। শান্তিপুরের ব্যান্ড গুলির মধ্যে অন্যতম হলো 'শান্তিপুর সংগীত একাডেমী'।আছে শান্তিপুরের সাংস্কৃতিক সংস্থা রাগিনী। এই সংস্থাটি শান্তিপুরের ধ্রুপদী সঙ্গীত চর্চা কে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ ভাবে কাজ করে চলেছে।প্রতিবছর শীত কালে এই সংস্থাটির নিজেদের সদস্য সহযোগে বিভিন্ন গুণী শিল্পী সমন্বয়ে শান্তিপুরের ধ্রুপদী সঙ্গীত চর্চার আসর বসান।এভাবে শান্তিপুর এই চঞ্চল যুগেও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা কে ধরে রাখতে বিশেষ ভাবে তৎপর ।এই সমস্ত কারণে শান্তিপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এত সমৃদ্ধ।

নাট্যচর্চা: নাট্যচর্চা শান্তিপুরে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। শান্তিপুরের নাট্যচর্চার অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমূখ।আবার স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে গণনাট্য সংঘের প্রভাবে শান্তিপুরের নাট্যচর্চা গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নাটকের প্রতিযোগিতা ,নাট্য উৎসব প্রভৃতিতে কেন্দ্র করে অনেক বিখ্যাত অভিনেতা শান্তিপুরে এসেছে। নাট্যকার কৌশিক চ্যাটার্জিকে শম্ভু মিত্রস্মৃতি পুরস্কার এ ভূষিত করেছেন।শান্তিপুরের নাট্যচর্চার ইতিহাসে কৌশিক চক্রবর্তী পুরস্কারপ্রাপ্তি এক নতুন ফলক যুক্ত করল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর দ্বারা শান্তিপুরের যুবসমাজ প্রভাবিত হয়েছিল।

রঙ্গ পিঠ নাট্য সংস্থার উদ্যোগে ১৭ থেকে ২৫শে ডিসেম্বর ২০১৬এর ত্রয়োদশ নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে।আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যব্যক্তিত্ব মনিপুরের রতন সিয়াম এছাড়া মঞ্চে ছিলেন শান্তিপুরের প্রবীণ নাট্যকার মিন্টু মুখোপাধ্যায়।শান্তিপুরের নাট্যচর্চা কে এগিয়ে নিয়ে যেতে শান্তিপুর রঙ্গ পিঠের নাট্য উৎসব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।শান্তিপুর বাগআঁচড়া কাছে তার বাগানবাড়ি আজও ভগ্নপ্রায় অবস্থায় অহীন্দ্র চৌধুরী স্মৃতি বহন করে চলেছে। শান্তিপুরের নাটকের দলগুলি প্রতিনিয়ত তাদের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে।শান্তিপুর আজও এই সংস্কৃতি চর্চা কে বয়ে নিয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র:

[1] কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ,শান্তিপুর পরিচয় ,শান্তিপুর পৌরসভা শান্তিপুর,১১৩৯ বঙ্গাব্দ।

[2] কল্যাণী নাগ, শান্তিপুর প্রসঙ্গ ,সম্পাদক ডাক্তার সিদ্ধার্থ পাল ,শান্তিপুর ২০১১

[3] মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, অবিভক্ত নদীয়া জেলার ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি, গতিধারা, ঢাকা,২০০৯

[4] নদীয়া জেলার লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র ,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার,২০০৩

[5] রাধিকা প্রসাদ মন্ডল, শান্তিপুর স্মৃতি, শান্তিপুর ও সংস্কৃতি পরিষদ, শান্তিপুর,২০০৬

[6] পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া জেলার সংখ্যা ,তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার,১৯৯৭

[7] রত্না ভট্টাচার্যও শক্তিপদ ভট্টাচার্য ,পায়ে পায়ে নদিয়া ,পরশপাথর প্রকাশন ,কলকাতা,২০১৪

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

[8] দীপেশ চক্রবর্তী ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ ,আনন্দ ,কলকাতা,২০১১

[9] নদীয়ার ইতিহাস, সম্পাদনা কমল চৌধুরী , দেজপ্রকাশনী,১৪১৯ বঙ্গাব্দ

[10] যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নদীয়া, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ২০০৭

******

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES